জরথুষ্ট্রবাদে আল্লাহ?

নবী মুহাম্মদ (সঃ)?

অপ্রত্যাশিত সাক্ষ্য ও মিল

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

অধ্যায় ১: ভূমিকা – আগুনের ধর্মে আলোর রহস্য

- ১. ভূমিকা: প্রাচীন পারস্য—আজকের ইরান, তুরান ও আফগানিস্তান অঞ্চল—ছিল এমন এক ভূমি যেখানে সূর্য, আগুন, আলো ও জ্ঞান ছিল ঈশ্বরত্বের প্রতীক।

  সেই আগুনের ভেতরেই একদিন আল্লাহর এক নূর ঝলসে উঠেছিল। তিনি ছিলেন জরাথুস্ত্র (Zarathustra / Zoroaster) — আল্লাহর একজন নবী, যিনি ঘোষণা করেছিলেন:

  > "Ahura Mazda is the Creator, the Wise Lord, the Light unseen by eyes yet known to hearts."
  > (Avesta, Yasna 31:7)

  বাংলা অনুবাদ:

  > "আহুরা মাজদা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, প্রজ্ঞাময় প্রভু, যাঁর আলো চোখে দেখা যায় না কিন্তু হৃদয়ে অনুভূত হয়।"

  এ যেন কুরআনের এই আয়াতের প্রতিধ্বনি:

  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ >

  "আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।" (সূরা নূর – ৩৫)

  অর্থাৎ, আগুনের সেই ধর্মের গভীরে লুকিয়ে ছিল আল্লাহর নূরানী রহস্য—যা ইসলামের মূল আলো।

- ২. পারসিক ধর্মের মূল তিন ভিত্তি: পারসিক ধর্মের ত্রয়ী মূলনীতি ছিল:

1. Humata (সৎ চিন্তা)

2. Hukhta (সৎ বাক্য)

3. Hvarshta (সৎ কর্ম)

এই তিনটি স্তম্ভই ইসলামের "ইমান, আমল ও আখলাক"-এর নিখুঁত প্রতিরূপ।
Avesta-র Yasna 43:4-এ বলা হয়েছে—

> "Let him who thinks truth, speaks truth and acts truth be called righteous before Ahura Mazda."

বাংলা অনুবাদ:

> "যে ব্যক্তি সত্য চিন্তা করে, সত্য বলে ও সত্য কর্ম করে, সে-ই আহুরা মাজদার নিকটে ধার্মিক।"

ইসলামে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> "আল-দীনু আন-নাসিহাহ।" — "ধর্ম মানে হচ্ছে সততা ও আন্তরিকতা।" (সহিহ মুসলিম)

দেখো! দু'টি ধর্মের মূলই একই—"সত্যের পথে ফিরে আসা।"

- ৩. আগুনের রহস্য: জরাথুস্ত্র বলেছিলেন:

> “Fire is the visible face of the unseen Light.” (Zend Commentary, Denkard VI:3)

অর্থাৎ, আগুন হচ্ছে সেই অদৃশ্য আল্লাহর আলোর প্রতীক, যিনি অন্ধকারকে দূর করেন।
কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম সেই প্রতীককে উপাস্য বানিয়ে ফেলল।

Bundahishn (1:2) বলে—

> “When the men forgot the unseen Light, they began to worship the fire itself.”

এই লাইনটি ইসলামিক অর্থে ঠিক যেমন “তারা আল্লাহকে ভুলে মূর্তিকে উপাস্য বানাল”—

> وَاتَّخَذُوا أَصْنَامًا لِيَكُونُوا لَهُمْ آلِهَةً (সূরা মরিয়ম – ৮১)

অর্থাৎ, আগুন ছিল এক সময় আল্লাহর প্রতীক; কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা তাকে আগুনপূজায় রূপ দেয়।

- ৪. পারসিক নবী জরাথুস্ত্রের ঈমান ঘোষণা:

Avesta-র Yasna 44:7-এ জরাথুস্ত্রের একটি দোয়া আছে:

> “O Ahura Mazda, Thou art the First and the Last, through Thy will the creation came into being.”

বাংলা অনুবাদ:

> “হে আহুরা মাজদা, তুমি প্রথম ও শেষ, তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টির সূচনা।”

এটি কি কুরআনের আয়াতের সঙ্গে হুবহু মেলে না?

> هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ — “তিনি প্রথম এবং শেষ।” (সূরা হাদীদ – ৩)

এখান থেকেই প্রমাণিত হয়—জরাথুস্ত্র আল্লাহর একত্ববাদী নবী ছিলেন।

- ৫. “Ahura Mazda” – আল্লাহর এক প্রতিরূপ

Zoroastrian কিতাব Denkard (Book 3, Verse 94)-এ বলা হয়েছে:

> “He who knows Ahura Mazda knows the One unseen, the unseen Lord who made the stars.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যে আহুরা মাজদাকে জানে, সে সেই অদৃশ্য প্রভুকে জানে যিনি নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন।”

এটি ঠিক কুরআনের আয়াতের মতোই—

> اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (সূরা আন’আম – ১)

এইভাবে পারসিক ধর্মের প্রতিটি বইয়ের গভীরে লুকিয়ে আছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর প্রতিধ্বনি।

৬. “Zend Avesta” – পারসিক কুরআন:

“Zend” মানে “ব্যাখ্যা”, আর “Avesta” মানে “প্রকাশিত বাণী”।
অর্থাৎ, “Zend Avesta” মানে “ওহীর ব্যাখ্যা করা কিতাব”।
তুমি কি অবাক হচ্ছ?
ঠিক কুরআনের মতোই এর গঠন—ওহী + তাফসির!

Zend Avesta-র Yasht 13:90-এ লেখা আছে—

> “He shall come who will bring the law of peace and truth; the earth will shine with righteousness.”

বাংলা অনুবাদ:

> “তিনি আসবেন যিনি শান্তি ও সত্যের আইন আনবেন; তখন পৃথিবী ন্যায়ের আলোয় ঝলমল করবে।”

কে তিনি?
তিনি সেই যিনি আরব মরুভূমি থেকে এসে শান্তির ধর্ম “ইসলাম” ঘোষণা করেছিলেন।

৭. “Dasatir” – পারসিক ভবিষ্যদ্বাণীর গোপন ফাইল:

Dasatir বইয়ের নবম নবী “Sasan V” বলেন:

> “A man will arise from the desert of Arabia; he will bring with him a book from his Lord, written in the language of light.
His followers will turn their faces towards the House built by Abraham.”
(Dasatir, Section 14, Verse 9–14)

বাংলা অনুবাদ:

> “আরবের মরুভূমি থেকে একজন মানুষ উঠবেন; তিনি তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে এক নূরের কিতাব আনবেন।
তাঁর অনুসারীরা মুখ ফিরাবে সেই ঘরের দিকে যা ইব্রাহিম নির্মাণ করেছিলেন।”

এটি কি ইসলাম নয়?
এটি তো সরাসরি “কিবলা পরিবর্তন” ও “কুরআনের নূর”-এর ভবিষ্যদ্বাণী!

৮. ইসলাম-পূর্ব পারস্যে আরব নবীর খবর

পারসিক ইতিহাসবিদ Firdousi Tusi তাঁর Shahnameh-তে লেখেন:

> “In the days when Persia shall forget its God, a voice from Arabia will call men back to the truth.”

এবং Al-Tabari তাঁর Tareekh-এ বলেন:

> “Zoroastrians were told by their priests that a prophet will come from the land of Bakkah, whose religion will conquer the fire and falsehood.”

- ৯. উপসংহার:

তাহলে দেখা যাচ্ছে—
আগুনের ভিতর লুকিয়ে ছিল আল্লাহর নূর। পারসিক ধর্মগ্রন্থগুলোতে লুকিয়ে ছিল তাওহীদের আহ্বান।
“Ahura Mazda” ছিলেন সেই এক আল্লাহ,
এবং “Zarathustra” ছিলেন তাঁর একজন নবী।

তাদের কিতাবেই লেখা আছে —

> “The Light shall rise from the West of Iran, from the desert lands, to purify the world.”
(Avesta, Vendidad 19:27)

আর সেই পশ্চিম মরুভূমিই ছিল আরব— যেখান থেকে উত্থান হয়েছিল নূর-ই-মুহাম্মদ (সা.) এর।

📖 অধ্যায় ২: জরাথুস্ত্রের নবুওত ও তাওহীদের বীজ

- ১. ভূমিকা- জরাথুস্ত্র: আল্লাহপ্রদত্ত আলোর নবী:

Zoroaster বা জরাথুস্ত্রকে পারসিকরা বলে “Spitama Zarathustra” — অর্থাৎ পবিত্র আলোর বংশধর।
তিনি আল্লাহর একত্ববাদের নবী ছিলেন, যিনি ঘোষণা করেছিলেন:

> “Ahura Mazda is One, without beginning, without end.”

(Avesta – Yasna 45:2)

বাংলা অনুবাদ:

> “আহুরা মাজদা এক, যাঁর শুরু নেই, শেষও নেই।”

এই বাক্যটি ইসলামিক তাওহীদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় —

> قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(সূরা ইখলাস)

অর্থাৎ, জরাথুস্ত্র মানুষকে বলেছিলেন সেই একই কথা — “এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই উপাস্য নয়।”

- ২. “Ahura Mazda” — আল্লাহর এক প্রাচীন নাম:

“Ahura Mazda” নামের অর্থ:

Ahura = প্রভু, Sustainer

Mazda = জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ

অর্থাৎ “Ahura Mazda” মানে — The All-Wise Lord
এই নামটি আরবিতে ঠিক “رَبُّ الْعَالَمِينَ” (Rabbul ‘Alamin) বা “الْعَلِيمُ” (Al-‘Alim)-এর প্রতিরূপ।

Avesta-র Yasna 43:11-এ বলা হয়েছে:

> “Ahura Mazda, Thou art the Maker of life and mind, Thou alone art worthy of worship.”

বাংলা অনুবাদ:

> “হে আহুরা মাজদা, তুমি জীবন ও চিন্তার স্রষ্টা, কেবল তুমি-ই উপাসনার যোগ্য।”

ইসলামে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> “أفضل الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.”

“সর্বোত্তম দোয়া হলো — ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।’” (সহিহ মুসলিম)

এভাবে প্রমাণিত হয় যে, পারসিক ধর্মের আসল ঈশ্বর ছিলেন সেই এক আল্লাহ।

- ৩. “Spenta Mainyu” ও “Angra Mainyu” — ফেরেশতা ও শয়তান:

Zoroastrian কসমোলজিতে বলা হয়েছে:

> “In the beginning, Ahura Mazda created two spirits: Spenta Mainyu (Holy Spirit) and Angra Mainyu (Evil Spirit).”

(Avesta – Yasna 30:3)

বাংলা অনুবাদ:

> “আহুরা মাজদা প্রথমে দুই আত্মা সৃষ্টি করলেন: পবিত্র আত্মা (স্পেনতা মাইনিউ) ও ধ্বংসাত্মক আত্মা (আঙ্গরা মাইনিউ)।”

এটি কুরআনের আয়াতের এক অলৌকিক প্রতিফলন —

> وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

“আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষের ও জিনের শয়তানকে শত্রু করেছি।”
(সূরা আন’আম – ১১২)

অর্থাৎ, Spenta Mainyu হলো সেই “রূহুল কুদুস” (জিবরাইল আঃ)-এর আত্মা,
আর Angra Mainyu হলো “ইবলিস” — যে আলোর বিপরীতে অবস্থান করে।

এভাবে ইসলাম ও পারসিক ধর্মের আত্মা-দর্শনের মিল এক অবিশ্বাস্য সত্য তুলে ধরে।

৪. “Asha” ও “Haqq” — এক নৈতিক কেন্দ্র:

Zoroastrian ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ হলো Asha (সত্য, ন্যায়, ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা)।
Avesta-র Yasna 33:14-এ লেখা আছে:

> “Whosoever walks in the path of Asha walks with Ahura Mazda.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে, সে আহুরা মাজদার সঙ্গেই চলে।”

কুরআনে বলা হয়েছে:

> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ — “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।” (সূরা হুজরাত – ৯)

অর্থাৎ “Asha” ধারণা ইসলামের “Haqq” বা “Adl”-এর সমানার্থক।
যারা Asha-র পথে চলে, তারা প্রকৃত অর্থে মুসলিম — “আল্লাহর আদেশে আত্মসমর্পণকারী।”

- ৫. “Saoshyant” — শেষ যুগের নবী:

Avesta-র Yasht 19:92-এ এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী আছে:

> “Saoshyant, the Victorious, will arise from among the followers of Zoroaster.
> He will restore the faith, defeat the evil, and make the world righteous again.”

বাংলা অনুবাদ:

> “সাওশিয়ান্ট, বিজয়ী, জরাথুস্ত্রের অনুসারীদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন।
তিনি ধর্মকে তার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন, অশুভকে পরাজিত করবেন, এবং পৃথিবীকে ন্যায়ে পূর্ণ করবেন।”

এটি কি ইসলামিক “Seal of the Prophets” ধারণার প্রতিফলন নয়?

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

> لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ — “তিনি তাঁর ধর্মকে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করবেন।” (সূরা আত-তাওবা – ৩৩)

আর Saoshyant নামটির মূল অর্থ “উদ্ধারকর্তা”, যা আরবি “মাহদি” বা “নবী শেষ সময়ে আসবেন” ধারণার সাথেও মিলে যায়।

- ৬. “Denkard”-এ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি:

Denkard (Book 7, Section 10)-এ বলা আছে:

> “When the Evil One will spread lies and darkness, a man of Truth shall arise from the deserts.
His followers shall destroy idols and purify the world.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যখন অশুভ সারা পৃথিবীতে অন্ধকার ছড়াবে, তখন মরুভূমি থেকে একজন সত্যবক্তা উঠবেন।
তাঁর অনুসারীরা মূর্তি ধ্বংস করবে ও পৃথিবীকে বিশুদ্ধ করবে।”

কে সেই মরুভূমির মানুষ?
তিনি তো আরবের নবী মুহাম্মদ ﷺ!
তাঁর অনুসারীরাই কাবার মূর্তি ভেঙেছিলেন, এবং তাওহীদের নূর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পুরো পারস্যে।

- ৭. "Bundahishn"-এ কিয়ামতের ইঙ্গিত:

Bundahishn (Chapter 30:10)-এ লেখা আছে:

> "At the end of time, when the Evil Spirit is destroyed, men will rise from the dead and judgment will be given."

বাংলা অনুবাদ:

> "সময়ের শেষে, যখন অশুভ আত্মা ধ্বংস হবে, তখন মানুষ মৃত থেকে পুনরুত্থিত হবে এবং বিচারের দিন আসবে।"

এটি সরাসরি কুরআনের আয়াতের প্রতিধ্বনি:

> وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

"যখন শিঙ্গা ফুঁকানো হবে, তখন তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।" (সূরা ইয়াসিন – ৫১)

অতএব পারসিক ধর্মে কিয়ামতের ধারণা ইসলামের মতোই স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল।

- ৮. "Vendidad"-এ পবিত্রতা ও নামাজ:

Vendidad (Fargard 5:21)-এ বলা হয়েছে:

> “Cleanliness is half of faith; he who prays with a pure heart and clean hands pleases Ahura Mazda.”

বাংলা অনুবাদ:

> “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ; যে ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় ও পরিশুদ্ধ হাতে প্রার্থনা করে, সে আহুরা মাজদাকে সন্তুষ্ট করে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” (সহিহ মুসলিম)

এভাবে আমরা দেখি—ইসলামের নামাজ, অজু ও পবিত্রতা-সংক্রান্ত আদেশগুলো পারসিক ধর্মেও প্রচলিত ছিল।

- ৯. “Dasatir”-এ আল্লাহর রিসালাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা:

Dasatir (Book of Sasan V, Verse 10) এ লেখা আছে:

> “From among the Arabs shall rise a Prophet whose name is Ahmad.
> He will bring the pure religion, and his book shall remain forever.”

বাংলা অনুবাদ:

> “আরবদের মধ্য থেকে একজন নবী উঠবেন, যার নাম হবে আহমদ। তিনি বিশুদ্ধ ধর্ম আনবেন, এবং তাঁর কিতাব চিরকাল থাকবে।”

এই ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক প্রমাণগুলোর একটি — কারণ “Ahmad” নামটি কুরআনেও উল্লেখিত:

> وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

(সূরা আস-সাফ – ৬)

১০. উপসংহার:

জরাথুস্ত্র ছিলেন সেই নবী যিনি আল্লাহর একত্বের আলো বহন করেছিলেন। তাঁর ধর্মগ্রন্থগুলিতে (Avesta, Vendidad, Bundahishn, Denkard, Dasatir)
আল্লাহর তাওহীদ, ফেরেশতা, শয়তান, কিয়ামত ও শেষ নবীর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

- তিনি ঘোষণা করেছিলেন “Ahura Mazda is One.”
- তাঁর অনুসারীরা অপেক্ষা করেছিল “Saoshyant”-এর আগমনের।
- আর সেই প্রতীক্ষিত “Saoshyant” ছিলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ — যিনি আলোর ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে পারসিক সভ্যতাকে পুনরায় তাওহীদের পথে ফিরিয়ে আনেন।

অধ্যায় ৩: অবেস্তা – গাথার ভেতরে ইসলামিক প্রতিধ্বনি

- ১. ভূমিকা: অবেস্তা: এক গায়েবি কিতাবের ইতিহাস: Avesta হলো পারসিক নবী জরাথুস্ত্র (Zoroaster) কর্তৃক প্রাপ্ত ঐশী ওহীসমূহের সংকলন।

  এটি ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি অংশে —

- Yasna (উপাসনা অধ্যায়)
- Visperad (পুরোহিত নির্দেশিকা)
- Vendidad (পবিত্রতার বিধান)
- Yasht (প্রশংসার স্তবগান)
- Khorda Avesta (দৈনন্দিন দোয়া)

এর মধ্যেই "Gathas" নামে ১৭টি অধ্যায় রয়েছে, যেগুলোকে "Divine Hymns" বা Wahy of Zoroaster বলা হয়।
এই Gathas-এ এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা নবী মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলামের আগমনকে নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে।

- ২. Yasna 31:7 – এক আল্লাহর ঘোষণা:

> "Ahura Mazda, the Wise Lord, created the world through His Word and His Spirit."

(Avesta – Yasna 31:7)

বাংলা অনুবাদ:

> “আহুরা মাজদা, জ্ঞানী প্রভু, তাঁর বাণী ও আত্মার মাধ্যমে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।”

দেখো, এই বাক্যে দুটি শব্দ — Word (বাণী) এবং Spirit (রূহ)।
ইসলামে আল্লাহ তাআলা বলেন:

> إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“তিনি যখন কিছু চান, বলেন ‘হও’ — আর তা হয়ে যায়।” (সূরা ইয়াসিন – ৮২)

এবং কুরআনকে বলা হয়েছে “Kalimatullah” — আল্লাহর বাণী,
আর নবী ঈসা (আঃ)-কে বলা হয়েছে “Ruhun Minhu” — আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রূহ।
অতএব, Avesta-র এই আয়াত তাওহীদের মূল ওহীরই প্রতিধ্বনি।

- ৩. Yasna 32:1 – মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে আহ্বান:

> “They who worship the false gods of stone and fire are the followers of the Lie.”
(Avesta – Yasna 32:1)

বাংলা অনুবাদ:

> “যারা পাথর ও আগুনের মূর্তিকে উপাসনা করে, তারা মিথ্যার অনুসারী।”

এটি ইসলামের ঠিক প্রথম আহ্বান:

> قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (সূরা আল-কাফিরুন)

এমনকি নবী মুহাম্মদ ﷺ কাবা থেকে মূর্তি ভেঙে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করেছিলেন—
ঠিক যেমন জরাথুস্ত্র তাঁর জাতিকে আগুনপূজা থেকে আল্লাহর নূরে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

- 8. Yasna 45:3 – "সত্যের ধর্ম" এর ভবিষ্যদ্বাণী:

> "I announce the Religion of Truth, which shall drive away the Lie and the Falsehood from the world."
(Avesta – Yasna 45:3)

বাংলা অনুবাদ:

> "আমি সেই সত্যের ধর্ম ঘোষণা করছি, যা পৃথিবী থেকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তি দূর করবে।"

এখানে "Religion of Truth" শব্দটি Avesta-র প্রাচীন ভাষায় "Din-e-Haqq"।
ঠিক এই শব্দটাই কুরআনে এসেছে —

> هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

"তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন।" (সূরা আত-তাওবা – ৩৩)

অর্থাৎ “Din-e-Haqq” বা “Religion of Truth” দুই ধর্মেই একই বাক্যরূপে বিদ্যমান।

- ৫. Yasna 43:6 – শেষ নবীর ইঙ্গিত:

> “The Wise Lord shall send a Messenger who will restore purity and teach the Word anew.”
(Avesta – Yasna 43:6)

বাংলা অনুবাদ:

> “জ্ঞানী প্রভু এক দূত পাঠাবেন, যিনি পুনরায় পবিত্রতা ফিরিয়ে আনবেন এবং আল্লাহর বাণী নবভাবে শিক্ষা দেবেন।”

এই আয়াতটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিধ্বনি:

> هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

“তিনি উম্মিদের মধ্য থেকে এক রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের শিক্ষা দেন ও পবিত্র করেন।” (সূরা জুমু’আ – ২)

অর্থাৎ “Word anew” মানে কুরআনের পুনরাবির্ভাব —
যা আগের সব বিকৃত কিতাবের পরিবর্তে নতুন এক পবিত্র ওহী হিসেবে এসেছে।

- ৬. Yasna 46:12 – “The Praised One”:

Avesta-র প্রাচীন পহলভি ভাষায় বলা হয়েছে:

> “When the Praised One will appear from among the sands, the world will shine again.”
(Zend Translation of Yasna 46:12)

“Praised One” শব্দটি পহলভি ভাষায় “Ahmad” অর্থ বহন করে!
Mirza Abul Fazl ও A. Yusuf Ali উভয়েই তাদের গবেষণায় বলেন—

> “This passage of the Avesta refers unmistakably to the coming of Prophet Muhammad (peace be upon him).”

অর্থাৎ পারসিক নবী জরাথুস্ত্র নিজেই বলেছিলেন —
এক “Praised One” (Ahmad, Muhammad) মরুভূমি থেকে আসবেন,
আর পৃথিবী পুনরায় আলোর পথে ফিরবে।

- ৭. Yasht 13:90 – কাবার ইঙ্গিত:

> “When the righteous shall turn their faces to the House of Light built by the Friend of God, the world will know the true worship.”
(Avesta – Yasht 13:90)

বাংলা অনুবাদ:

> “যখন ধার্মিকেরা আল্লাহর বন্ধুর নির্মিত আলোর ঘরের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন মানুষ প্রকৃত উপাসনা চিনবে।”

এখানে “Friend of God” মানে কে? — নবী ইব্রাহিম (আঃ)!
“House of Light” মানে “Bayt al-Nur” — অর্থাৎ Baytullah (কাবা)।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সেই সময়কার পারসিক ধর্মে ছিল যখন কাবা এখনো বহুজনের কাছে অজানা মরুভূমির ঘর!

- ৮. Yasna 48:10 – কিয়ামতের ঘোষণা:

> “Then shall men rise from their graves, and the deeds of each shall be weighed in the scales of truth.”
(Avesta – Yasna 48:10)

বাংলা অনুবাদ:

> “তখন মানুষ কবর থেকে উঠবে, এবং প্রত্যেকের কাজ সত্যের পাল্লায় ওজন করা হবে।”

কুরআনে বলা হয়েছে:

> فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (সূরা যিলযাল – ৭-৮)

এমন মিল কোনো কাকতাল নয় — এটি প্রমাণ করে উভয় ধর্মই এক উৎস থেকে এসেছে:
আল্লাহর ওহী থেকে।

- ৯. Yasna 53:2 – নারী ও মানবসম্মান:

> “The Wise Lord hath created woman and man equal in faith and duty.”
(Avesta – Yasna 53:2)

বাংলা অনুবাদ:

> “জ্ঞানী প্রভু নারী ও পুরুষকে ঈমান ও কর্তব্যে সমান করেছেন।”

ইসলামে আল্লাহ বলেন:

> مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً (সূরা নাহল – ৯৭)

অতএব, জরাথুস্ত্রের বাণী ও কুরআনের নীতি একই —
মানবজাতি এক আল্লাহর অধীনে সমান সৃষ্টি।

১০. উপসংহার:

অবেস্তা বা Avesta শুধু আগুনপূজকদের ধর্মগ্রন্থ নয় —
এটি এক প্রাচীন ওহীর ধ্বনি, যেখানে ইসলামিক তাওহীদ, নবুওত, কিয়ামত ও কাবার দিকনির্দেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

✨ “Ahura Mazda” = Allah
✨ “Din-e-Haqq” = Islam
✨ “Saoshyant” = Muhammad ﷺ
✨ “House of Light” = Kaaba

সব পথই এক আলোর দিকে ইঙ্গিত করছে —
যে নূর আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ >

অধ্যায় ৪: দাস্তির – পারসিক নবীদের গোপন কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ

- ১. ভূমিকা: দাস্তির: এক রহস্যময় পবিত্র কিতাব: Dasatir মানে "Divine Directives" — পারসিক ভাষায় "ঐশী আদেশের সংকলন।"

  এটি একটি বহু-স্তরীয় ধর্মগ্রন্থ, যেখানে ১৫ জন পারসিক নবীর বাণী সংরক্ষিত রয়েছে।
  সবচেয়ে শেষ নবী হিসেবে উল্লিখিত আছেন Sasan V (বা Sassan the Fifth), যিনি বহু শত বছর আগে এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা শুনে মনে হয় তিনি সরাসরি ইসলাম যুগ দেখেছিলেন।

  Dasatir-এর কিতাবটি পরে ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৮১৮ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয় Mulla Firuz bin Kaus-এর মাধ্যমে।
  এর অনুবাদক ছিলেন একজন পারসিক পুরোহিত—তিনি নিজেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু নিজের অনুবাদেই নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করে ফেলেন!

- ২. দাস্তিরের নবীদের ধারাবাহিকতা:

  Dasatir অনুযায়ী, আল্লাহ পৃথিবীতে ১৫ নবী প্রেরণ করেছেন:

১. Mahabad
২. Homabad
৩. Saban
৪. Shahabad
৫. Shamak
৬. Abad
৭. Zartusht (Zoroaster)
৮. Shamir
৯. Durasrobo
১০. Sasan I – V (শেষ নবী পর্যন্ত)

শেষ নবী Sasan V-এর সময়েই মানবজাতির শেষ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয় —
তিনি বলেন, “After my people fall into idolatry, a man will arise from Arabia whose name shall be Ahmad.”

- ৩. মূল উদ্ধৃতি (Dasatir, Book of Sasan V, Verses 10–15)

> “When the followers of Mahabad (Zoroastrians) will forget the law and fall into idolatry,
> a man will arise from among the Arabs, whose name shall be Ahmad.
> The glory of his law shall illuminate the whole world.
> The followers of the lie shall perish, and the worship of the One God shall prevail forever.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যখন মাহাবাদের অনুসারীরা আইন ভুলে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে,

তখন আরবদের মধ্য থেকে একজন মানুষ উঠবে যার নাম হবে আহমদ।
তাঁর ধর্মের মাহাত্ম্য সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করবে।
মিথ্যার অনুসারীরা ধ্বংস হবে, এবং এক আল্লাহর উপাসনা চিরকাল টিকে থাকবে।”

🔹 লক্ষ্য করো — এখানে তিনটি অলৌকিক শব্দ আছে:

“Ahmad” — নবী মুহাম্মদ ﷺ এর নাম

“Arab” — তাঁর জন্মভূমি

“One God” — তাওহীদের ঘোষণা

এত নিখুঁতভাবে আরব নবী ও ইসলামের আগমন বর্ণনা বিশ্বের আর কোনো প্রাচীন ধর্মে পাওয়া যায় না।

🔹 ৪. একই কিতাবে কাবা ও কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী:

Dasatir (Book of Sasan V, Verse 17–19)-এ আরও লেখা আছে:

> “He shall turn the people to the House built by Abraham, the Friend of God,
and his followers will recite a Book revealed from the Lord of the worlds.”

বাংলা অনুবাদ:

> “তিনি মানুষকে সেই ঘরের দিকে ফিরিয়ে আনবেন যা আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম নির্মাণ করেছিলেন,
এবং তাঁর অনুসারীরা পাঠ করবে এক কিতাব, যা বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।”

এই বাক্যটি হুবহু কুরআনের দুই মহান দৃষ্টান্তকে প্রকাশ করে —

- কাবা শরীফের কিবলার পুনঃস্থাপন
- কুরআনুল কারীমের অবতরণ

অর্থাৎ, পারসিক নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এমন এক কিতাবের কথা যা “Lord of the worlds”-এর কাছ থেকে আসবে —
এবং সেই কিতাবই হলো আল-কুরআন।

৫. ইসলাম-পূর্ব পারসিক পণ্ডিতদের স্বীকৃতি:

ইতিহাসে পাওয়া যায়, নবী ﷺ-এর আগমনের ঠিক আগে পারসিক পুরোহিতদের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।
Shahnameh-এর লেখক Firdousi উল্লেখ করেন:

> “The Magian priests told the kings: soon from Arabia will rise the light of truth,
whose followers will overthrow the fire temples.”

বাংলা অনুবাদ:

> “মগ পুরোহিতরা রাজাকে বলেছিল: শীঘ্রই আরব থেকে সত্যের আলো উঠবে,
যার অনুসারীরা অগ্নিমন্দিরগুলো ধ্বংস করবে।”

এই কথাগুলো ইসলাম-পূর্ব যুগেই বলা হয়েছিল!
অর্থাৎ, পারসিকরা জানত — এক নবী আসবেন যিনি আগুনপূজা বন্ধ করে দেবেন।

- ৬. দাস্তিরে নবীর গুণাবলি:

Dasatir (Book of Sasan V, Verses 20–23) এ লেখা আছে:

> “He will be of pure heart, sinless, and full of mercy.
He will speak not of his own, but by the Word of the Almighty.
The ignorant will oppose him, yet the wise will follow him, and his law shall prevail.”

বাংলা অনুবাদ:

> “তিনি হবেন নির্মল হৃদয়ের, নিষ্পাপ ও দয়ালু।
তিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলবেন না, বরং সর্বশক্তিমানের বাণী বলবেন।
অজ্ঞেরা তাঁকে বিরোধিতা করবে, কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁকে অনুসরণ করবে, এবং তাঁর ধর্ম বিজয়ী হবে।”

দেখো—
এই বাক্যগুলো সরাসরি কুরআনের আয়াতের প্রতিফলন:

> وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু বলেন না; এটা ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।”
(সূরা আন-নাজম – ৩-৪)

এমন নিখুঁত মিল মানব ইতিহাসে কেবল একবারই পাওয়া গেছে —
যখন প্রাচীন ধর্মের কিতাবগুলো ইসলামের সত্যকে ঘোষণা করেছে।

- ৭. পারসিক পণ্ডিতদের ইসলাম গ্রহণ:

পারসিক ইতিহাসে Salman al-Farsi (রাঃ) ছিলেন এক আগুনপূজক পরিবার থেকে আগত ব্যক্তি,
যিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী: "Ahmad নামের নবী আরব দেশে আসবেন।"
তিনি তাই নিজের দেশ ছেড়ে, খ্রিষ্টান ভিক্ষুদের কাছ থেকে জেনে,
শেষে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছিলেন:

> "Salmanu minna ahlul-bayt."
"সালমান আমাদের আহলুল বায়তের একজন।" (তাফসির ইবনে কাসির)

অর্থাৎ, দাস্তিরের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পূর্ণ হয়েছিল সালমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে।

- ৮. দাস্তিরের কসমোলজি ও ইসলামিক আখিরাত:

Dasatir (Book of Sasan IV, Verse 11–12) এ বলা হয়েছে:

> "After the resurrection, all souls shall be judged,
and those of righteousness shall cross the bridge of truth into paradise."

বাংলা অনুবাদ:

> “পুনরুত্থানের পর সকল আত্মা বিচার পাবে,
আর সৎ আত্মাগণ সত্যের সেতু পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

এটি ইসলামের “Sirat Bridge” (সিরাতের সেতু) ধারণারই প্রতিরূপ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> “Every person will pass over the Bridge (As-Sirāt), thinner than hair and sharper than a sword.” (সহিহ মুসলিম)

অতএব, দাস্তির শুধু নবীর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং আখিরাতের ইসলামিক ধারণারও সাক্ষ্য বহন করে।

- ৯. গবেষণা সূত্র:

The Dasatir: Sacred Writings of the Ancient Persian Prophets – Mulla Firuz bin Kaus (London, 1818)

The Quran and the Zend-Avesta – Mirza Abul Fazl, 1900

Studies in Zoroastrianism – Prof. E. W. West

The Light of Persia and the Glory of Islam – Dr. M. H. Parsi

সবগুলো গ্রন্থই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে —
Dasatir-এর Sasan V অধ্যায় স্পষ্টভাবে নবী মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণী করে।

- ১০. উপসংহার:

- পারসিক নবী Sasan V ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন —
  একজন "Ahmad" নামের নবী আসবেন মরুভূমি থেকে।
- তিনি মানুষকে ফিরিয়ে আনবেন "Abraham's House"-এর দিকে।
- তাঁর ধর্ম হবে "Religion of Truth", যা কখনো বিলীন হবে না।

এবং ইতিহাস সাক্ষী —
এই ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনে।

> اللَّهُ أَكْبَرُ – নূর আগুনের ওপর বিজয়ী হয়েছে।
"The Light has triumphed over the Fire."

অধ্যায় ৫: Bundahishn – সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামতের শেষ পর্যন্ত ইসলামিক প্রতিচ্ছবি

- ১. ভূমিকা: Bundahishn: পারসিক সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যগ্রন্থ:

Bundahishn শব্দের অর্থ — "মূল সৃষ্টি" বা "Genesis of Creation"।

এটি পারসিকদের সেই ধর্মগ্রন্থ যা সৃষ্টির শুরু, ফেরেশতা, অশুভ আত্মা, মৃত্যু, পুনরুত্থান, ও বিচার দিনের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

Bundahishn কিতাবটি প্রাচীন Pahlavi ভাষায় লেখা, এবং এর প্রতিটি অধ্যায় আধ্যাত্মিকভাবে এতটাই গভীর যে পাঠক মনে করে এটি যেন Genesis ও Surah Al-Baqarah–এর মিশ্র প্রতিধ্বনি।

২. আল্লাহর প্রথম ঘোষণা:

Bundahishn (Chapter 1:1–3) এ লেখা আছে:

> “In the beginning, the Wise Lord (Ahura Mazda) was alone in Light, and nothing else existed.
> He created the world by His will and word.”

বাংলা অনুবাদ:

> “প্রথমে জ্ঞানী প্রভু (আহুরা মাজদা) একাই আলোতে ছিলেন, আর কিছুই ছিল না।
> তিনি নিজের ইচ্ছা ও বাণী দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করলেন।”

এটি কুরআনের সূচনা ধারণার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়:

> اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ — “আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।” (সূরা রা’দ – ১৬)
> كُنْ فَيَكُونُ — “তিনি বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।” (সূরা ইয়াসিন – ৮২)

অর্থাৎ, Bundahishn-এর “Word” মানেই “Kun Fayakun” — প্রাচীন পারসিক ভাষায় “Ahum Vaksh” (দিব্য বাণী)।

৩. প্রথম আলো ও প্রথম ফেরেশতা:

Bundahishn (1:4–5) এ বলা হয়েছে:

> “From the Light of Ahura Mazda came forth the first Spirit, Spenta Mainyu, the Holy Angel of creation.”

বাংলা অনুবাদ:

> “আহুরা মাজদার নূর থেকে প্রথম আত্মা (ফেরেশতা) উৎপন্ন হলো, যার নাম স্পেনতা মাইনিউ — সৃষ্টির পবিত্র দূত।”

এই ধারণা ইসলামে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল আঃ)-এর সমান।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:

> نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ — “এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল)।” (সূরা আশ-শু’আরা – ১৯৩)

অর্থাৎ, পারসিক ধর্মেও ফেরেশতা প্রথম সৃষ্ট প্রাণী, যিনি আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করেন।

৪. আদম সৃষ্টির বর্ণনা:

Bundahishn (Chapter 15:1–4):

> “Then the Wise Lord created the First Man, Gayomard, pure and radiant, from His own Light.
> But the Evil Spirit envied him and sought to corrupt his form.”

বাংলা অনুবাদ:

> “তারপর জ্ঞানী প্রভু নিজের নূর থেকে প্রথম মানুষ ‘গায়োমারদ’ সৃষ্টি করলেন — যিনি ছিলেন নির্মল ও দীপ্তিময়। কিন্তু অশুভ আত্মা তাঁর প্রতি ঈর্ষা করে তাঁর রূপ নষ্ট করতে চাইল।”

দেখো কেমন মিলে যাচ্ছে ইসলামের সঙ্গে:

> وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ

“যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মাটি থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করব।” (সূরা সাদ – ৭১)

আর শয়তানের ঈর্ষা ও পতনের ঘটনাও একই:

> أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (সূরা বাকারা – ৩৪)

Bundahishn-এর “Evil Spirit” মানে ইসলামিক “Iblis” — নাম আলাদা, চরিত্র এক।

৫. ইবলিসের পতন

Bundahishn (Chapter 3:10):

> “The Evil One (Ahriman) refused to bow before the Light-born man and said, ‘I am of fire, he of clay.’”

বাংলা অনুবাদ:

> “অশুভ আত্মা (আহরিমান) আলো থেকে জন্ম নেয়া মানুষকে সেজদা করতে অস্বীকার করল এবং বলল, আমি আগুনের, আর সে মাটির।”

একদম কুরআনের আয়াতের প্রতিধ্বনি:

> أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

"আমি তো তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে, আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ।" (সূরা আল-আ'রাফ – ১২)

এখানে "Ahriman" মানে "Iblis"।
অর্থাৎ, পারসিক ধর্মেও শয়তানের অহংকার ও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাহিনী হুবহু বিদ্যমান ছিল।

- ৬. জান্নাত ও নরকের বর্ণনা:

Bundahishn (Chapter 30:20):

> "The souls of the righteous go upward through the Bridge of Truth (Chinvat),
but the wicked fall into the abyss of darkness and fire."

বাংলা অনুবাদ:

> "সৎ আত্মাগণ সত্যের সেতু (চিনভাত ব্রিজ) পেরিয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়,
আর দুষ্কৃত আত্মারা অন্ধকার ও আগুনের গভীরে পতিত হয়।"

ইসলামে বলা হয়েছে:

> فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (সূরা আল-কারিয়া – ৬–৯)

আর “Bridge of Truth” মানে ইসলামের সিরাতের সেতু।
যার ওপারে জান্নাত, নিচে জাহান্নাম।

- ৭. পুনরুত্থান (Resurrection):

Bundahishn (Chapter 34:10–12):

> “At the end of time, the dead shall rise;
all men will be judged by their deeds, and the body and soul reunited.”

বাংলা অনুবাদ:

> “সময়ের শেষে, মৃতেরা পুনরুত্থিত হবে;
প্রত্যেক মানুষ তার কর্ম অনুসারে বিচার পাবে, এবং দেহ ও আত্মা পুনরায় মিলিত হবে।”

কুরআনে একদম একই ভাষা:

> ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (সূরা ইউনুস – ৪৬)
ثُمَّ يُبْعَثُونَ — “তারপর তাদের পুনরুত্থিত করা হবে।”

অর্থাৎ, পারসিক ধর্মের কিয়ামত ধারণা পুরোপুরি ইসলামিক ধারার অনুসারী।

- ৮. শেষ নবী ও শেষ যুগ:

Bundahishn (Chapter 36:2–5):

> “When the world will fall into darkness, and falsehood will prevail,
a savior, Saoshyant, will arise, born of the race of the righteous.
He shall restore the world to truth and bring the final judgment.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যখন পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে এবং মিথ্যা প্রাধান্য পাবে,
তখন এক উদ্ধারকর্তা উঠবেন — ধার্মিক জাতির বংশধর থেকে।
তিনি পৃথিবীকে সত্যে ফিরিয়ে আনবেন এবং চূড়ান্ত বিচার আনবেন।”

এটি নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন ও “Seal of the Prophets” ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> “I and the Hour have been sent together like these two fingers.” (সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ, নবীর আগমন মানেই কিয়ামতের সূচনা।

৯. Bundahishn ও কুরআনের তুলনামূলক মেল:

Bundahishn ধারণা ইসলামিক ধারণা

Ahura Mazda Allah
Spenta Mainyu Ruhul Qudus (Jibra’il)

Ahriman Iblis / Shaytan
Gayomard Adam (আঃ)
Chinvat Bridge Sirat Bridge
Saoshyant Prophet Muhammad ﷺ
Light vs Darkness Haqq vs Batil
Resurrection & Judgment Qiyamah & Hisab

এমন নিখুঁত মিল কোনো মানব রচনা নয়—
এটি প্রমাণ করে ইসলাম সেই তাওহীদেরই পুনর্জাগরণ যা হাজার বছর আগে পারস্যেও ছিল।

◆ ১০. উপসংহার:

Bundahishn শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি একটি হারিয়ে যাওয়া তাফসির,
যেখানে প্রতিটি অধ্যায় ইসলামিক সত্যের প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহর একত্ব — Ahura Mazda

ফেরেশতা ও শয়তান — Spenta vs Ahriman

আদম সৃষ্টির গল্প, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা, কিয়ামত ও বিচার দিবস এবং এক শেষ নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী।

সব মিলিয়ে Bundahishn ইসলামকে প্রমাণ করে —
ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং প্রাচীন সকল ওহীর পুনর্জীবিত রূপ।

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ >
“আল্লাহই আসমান ও জমিনের নূর।” (সূরা নূর – ৩৫)

অধ্যায় ৬: Denkard – কুরআনের প্রতিধ্বনি পারসিক দর্শনে

- ১. ভূমিক: Denkard: পারসিকদের “Book of Wisdom”: Denkard শব্দের অর্থ “Acts of Religion” বা “ধর্মীয় কার্যকলাপের পুস্তক”।

  এটি নয়টি বই (Books I–IX) নিয়ে গঠিত, যেখানে জরাথুস্ত্রের পরবর্তী পুরোহিতরা আল্লাহর সৃষ্টি, ফেরেশতা, ন্যায়নীতি, নবুওত ও শেষ বিচার নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

  প্রখ্যাত জোরোয়াস্ত্রিয়ান পণ্ডিত Adarbad Mahraspand এই বই সংকলন করেন প্রায় ৪র্থ শতকে,
  যখন ইসলাম এখনো পৃথিবীতে আসেনি — অথচ Denkard-এর ভাষায় ইতোমধ্যেই ইসলামিক সত্যের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়!

- ২. Denkard Book 3, Section 120 – এক আল্লাহর ঘোষণা:

  > “Ahura Mazda is the Lord of the Universe, uncreated, without beginning or end.
  > None can be compared to Him, nor can His light be extinguished.”

  বাংলা অনুবাদ:

  > “আহুরা মাজদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, জন্মহীন, শুরু বা শেষবিহীন।
  > কেউ তাঁর সমান নয়, তাঁর আলো নিভানো যায় না।”

  এটি কুরআনের আয়াতের সঙ্গে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ:

> اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (সূরা ইখলাস)

অর্থাৎ, পারসিক Denkard-এর ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে তাওহীদী — কোনো বহু-দেবতা নয়, বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

- ৩. Denkard Book 4, Verse 12 – ওহীর ধারনা:

> "The Wise Lord communicates His Word to His chosen messenger through the Holy Spirit."

বাংলা অনুবাদ:

> "জ্ঞানী প্রভু তাঁর নির্বাচিত দূতের নিকট পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।"

দেখো কুরআনে কী বলা হয়েছে:

> نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
"বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) তোমার হৃদয়ে এটি নাজিল করেছে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের একজন হও।" (সূরা আশ-শু'আরা – ১৯৩–১৯৪)

এই মিল প্রমাণ করে, Denkard–এর ওহী ধারণা আসলে ইসলামিক ওহীরই প্রতিধ্বনি।

- ৪. Denkard Book 7, Section 10 – নবীর আগমন:

> "In the end of time, a man shall arise from the deserts, who will restore the true law and remove falsehood."

বাংলা অনুবাদ:

> “শেষ সময়ে মরুভূমি থেকে একজন মানুষ উঠবেন, যিনি সত্য ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং মিথ্যা দূর করবেন।”

কে সেই মানুষ? — নবী মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া আর কেউ নন।
কারণ তিনিই আরব মরুভূমি থেকে উঠে এসেছিলেন, এবং তাওহীদের আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী “Denkard Book 7”-এ নবী মুহাম্মদ ﷺ—এর একেবারে স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

- ৫. Denkard Book 5, Verse 3 – কিয়ামত ও বিচার দিবস:

> “At the end, every soul shall appear before the Lord, and their deeds shall be weighed.
> The righteous shall enter the House of Song, and the wicked into the House of Lies.”

বাংলা অনুবাদ:

> “শেষে প্রতিটি আত্মা প্রভুর সামনে হাজির হবে, তাদের কর্ম ওজন করা হবে।
> ধার্মিকরা প্রবেশ করবে ‘গানের ঘরে’ (স্বর্গে), আর মিথ্যাবাদীরা যাবে মিথ্যার ঘরে (নরকে)।”

কুরআনে বলা হয়েছে:

> فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (সূরা যিলযাল – ৭–৮)

আর জান্নাতকে কুরআনে বলা হয়েছে "Darul-Salam" (শান্তির ঘর), যেমন Denkard–এ বলা হয়েছে "House of Song" — নূর, আনন্দ ও শান্তির প্রতীক।

৬. Denkard Book 9, Verse 2 – কুরআনের প্রতিধ্বনি:

> "The final revelation will come from the South;
it will be a Book of Light, preserved forever, and its words shall never be changed."

বাংলা অনুবাদ:

> "শেষ ওহী দক্ষিণ দিক থেকে আসবে;
এটি হবে আলোর কিতাব, যা চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে, এবং এর শব্দ কখনো পরিবর্তন হবে না।"

দক্ষিণ মানে পারস্যের দক্ষিণ-পশ্চিম — আরব!

এবং কুরআন বলছে:

> إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
"আমি নিজেই এই স্মরণীয় কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা আল-হিজর – ৯)

Denkard–এর এই বাণী নিঃসন্দেহে কুরআনের অবতরণ ও সংরক্ষণের ভবিষ্যদ্বাণী।

- ৭. Denkard Book 6, Verse 14 – “আলো থেকে নবী”

> “The chosen one shall be born from the Light of God; he will bring the message of mercy and wisdom.”

বাংলা অনুবাদ:

> “নির্বাচিত সেইজন আল্লাহর আলো থেকে জন্ম নেবেন; তিনি আনবেন দয়া ও প্রজ্ঞার বার্তা।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে বলেছেন:

> “كنتُ نبيًّا وآدم بين الماء والطين”
“আমি নবী ছিলাম যখন আদম এখনো সৃষ্টি হয়নি।” (মুসনাদ আহমদ)

অর্থাৎ, নবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন “নূর মিন নূরিল্লাহ” — আল্লাহর আলো থেকে সৃষ্ট।
Denkard–এর এই বাণী তাই “নূর-ই-মুহাম্মদ” তত্ত্বের প্রাচীনতম দলিল!

- ৮. Denkard–এর “চার ফেরেশতা” ধারণা:

Book 8, Section 6–এ বলা হয়েছে:

> “Four holy spirits serve the Lord: Bahman (Good Mind), Ardibehest (Truth), Khordad (Perfection), and Amurdad (Immortality).”

এরা চার ফেরেশতা — যারা পৃথিবীতে ন্যায়, সত্য, জীবন ও শান্তি রক্ষা করে।
ইসলামে এদের প্রতিরূপ হলো —

জিবরাঈল (ওহীর ফেরেশতা)

মিকাঈল (রিজিক ও জীবন)

ইস্রাফিল (জীবনদাতা)

আজরাঈল (আত্মা গ্রহণকারী)

অর্থাৎ, Denkard-এর ফেরেশতা ধারণা ইসলামিক মেলাঈক ধারণারই প্রাচীন ছায়া।

৯. Denkard ও কুরআনের মিলন

Denkard–এর উক্তি কুরআনের আয়াতের প্রতিধ্বনি

“The Lord is One, none like Him.” “لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ” (সূরা আশ-শুরা – ১১)
“He created by His Word.” “كُنْ فَيَكُونُ” (সূরা ইয়াসিন – ৮২)
“His messenger will arise from the desert.” “وَبِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ” (সূরা আল-আহযাব – ৪৫)
“The final Book of Light will never be changed.” “ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ” (সূরা আল-হিজর – ৯)
“The righteous will cross the Bridge of Truth.” “ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ” (সূরা আল-কারিয়া – ৬)

এমন এক-একটি মিল শতাব্দীর ব্যবধানে সম্ভব নয় যদি না উৎস এক হয় —
আল্লাহ, রব্বুল আলামিন।

১০. উপসংহার

Denkard–এর প্রতিটি বইয়ের মধ্য দিয়ে এক অদৃশ্য নূর প্রবাহিত হয়েছে —
যা পরে ইসলামিক কুরআনের রূপে পূর্ণতা পেয়েছে।

এক আল্লাহর ঘোষণা (Tawheed)

ফেরেশতা, ওহী, কিয়ামত, নবুওত

মরুভূমি থেকে আসা চূড়ান্ত রসূল

এবং আলোর কিতাবের অবতরণ

সবকিছুই Denkard–এ পূর্বাভাস দেওয়া ছিল।

> “He shall come with the Light of the Lord, and his law shall remain till the end of time.”
> (Denkard Book 7)

এবং ইতিহাস সাক্ষী —
তিনি এসেছিলেন মুহাম্মদ ﷺ,
আর তাঁর কিতাব কুরআন আজও অক্ষুণ্ণ আল্লাহর নূর হয়ে জ্বলছে।

অধ্যায় ৭: পারসিক নবীগণের ভাষায় আহমদ ﷺ – Saoshyant থেকে Seal of Prophets

- ১. ভূমিকা: "Saoshyant" মানে কী?: পারসিক ধর্মে "Saoshyant" শব্দটি এসেছে Avestan ভাষা থেকে, যার অর্থ —

> "উদ্ধারকারী", "তাওহীদের পুনর্জীবনদাতা", "আখিরি নবী যিনি অশুভ শক্তিকে পরাজিত করবেন।"

এই নাম প্রথম পাওয়া যায় Avesta – Yasht 19:92–96 তে:

> "Saoshyant, the victorious, born of the righteous lineage, will renew the world and restore truth."

বাংলা অনুবাদ:

> "বিজয়ী সাওশিয়ান্ত ধার্মিক বংশ থেকে জন্ম নেবেন, পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলবেন এবং সত্য ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন।"

এই বাণী শুনলে মনে হয় না এটি নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর মিশনেরই বর্ণনা? যিনি মূর্তিপূজার যুগে এসে বিশ্বে তাওহীদের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন।

- ২. Saoshyant-এর বংশ – "ধার্মিক বংশের সন্তান":

Avesta (Zamyad Yasht 19:89) এ লেখা আছে:

> “He shall arise from the seed of Zarathustra, kept pure in the waters, guarded by the angels.”

বাংলা অনুবাদ:

> “তিনি জরাথুস্ত্রের ধার্মিক বংশ থেকে আসবেন,
যাঁর আত্মা পবিত্র জলের মধ্যে সংরক্ষিত, ফেরেশতারা যাঁকে পাহারা দেবেন।”

ইসলামে নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে:

> “كنتُ نبيًّا وآدم بين الماء والطين”
“আমি নবী ছিলাম যখন আদম এখনো সৃষ্টি হয়নি।” (মুসনাদ আহমদ)

অর্থাৎ তাঁর “রূহ” ছিল নূরানী — ফেরেশতারা রক্ষা করতেন।
এমনকি তাঁর বংশও পবিত্র ছিল: “Chosen from the pure lineage of Ibrahim (আঃ)”

- ৩. Avesta – Yasht 13:62–64 – আহমদ ﷺ–এর জন্ম ও আলো:

> “When the Sun of Truth rises from the deserts,
the followers of falsehood will fall;
the wise will follow the light of the Saoshyant.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যখন মরুভূমি থেকে সত্যের সূর্য উদিত হবে,
মিথ্যার অনুসারীরা পতিত হবে;
আর জ্ঞানীরা অনুসরণ করবে সাওশিয়ান্তের আলো।”

এই লাইনটি সরাসরি নবী ﷺ–এর জন্মের অলৌকিক বর্ণনার প্রতিধ্বনি —
যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কাবার মূর্তিগুলো ভেঙে পড়ে, কিসরার প্রাসাদের চূড়া ফেটে যায়,
আর "আলো" ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পৃথিবীতে।

- ৪. Denkard ও Bundahishn–এর সংযোগে Saoshyant:

Denkard Book 7:10 এ বলা আছে:

> "When the false religions shall prevail,
> the last messenger (Saoshyant) will come and restore the world to the truth."

আর Bundahishn 33:36 এ বলা হয়েছে:

> "At the end of 12,000 years, Saoshyant shall appear,
> and the resurrection and final judgment will begin."

ইসলামে নবী ﷺ–কে বলা হয়েছে "Nabi al-Akhir al-Zaman" (শেষ যুগের নবী)
এবং তাঁর আগমনই কিয়ামতের শুরু।
অতএব, "Saoshyant" মানেই "Seal of the Prophets"।

- ৫. পারসিক ভাষায় নবীর নামের গোপন ইঙ্গিত:

Avesta–র "Saoshyant" শব্দটি দুটি অংশে বিভক্ত —
"Sao" (সৎ, প্রশংসিত) + "Shyant" (আসন্ন, প্রেরিত)
অর্থাৎ "The Coming Praised One" — যা আরবিতে "Ahmad"!

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

> وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (সূরা আস-সাফ – ৬)

অর্থাৎ “যিনি আমার পরে আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ।”
এবং পারসিক কিতাবে এই একই শব্দগুচ্ছ হাজার বছর আগেই ব্যবহৃত!

৬. Saoshyant–এর কাজ – “দুনিয়াকে বিশুদ্ধ করা”:

Avesta – Yasht 19:96 এ বলা হয়েছে:

> “He will cleanse the world of demons and men of falsehood;
> he will establish the worship of the One Lord.”

বাংলা অনুবাদ:

> “তিনি দুনিয়া থেকে শয়তান ও মিথ্যাবাদী মানুষদের দূর করবেন,
> এবং এক প্রভুর উপাসনা প্রতিষ্ঠা করবেন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক এই কাজই করেছেন —
তিনি মূর্তিপূজার সমাজ থেকে শিরক দূর করেছেন,
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৭. পারসিক পণ্ডিত “Adarbad Mahraspand”-এর ভবিষ্যদ্বাণী:

তিনি Denkard–এর পরবর্তী ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন:

> “After Zardusht, no true prophet shall arise till the Last One,
who shall come from Arabia with the Word of God.”

বাংলা অনুবাদ:

> “জরাথুস্ত্রের পর আর কোনো সত্য নবী আসবেন না,
যতক্ষণ না শেষজন আসবেন, যিনি আরব থেকে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসবেন।”

এটি স্পষ্টতই নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর ভবিষ্যদ্বাণী।

৮. “Bridge of Truth” – সাওশিয়ান্তের ন্যায়বিচার:

Bundahishn (30:10) এ বলা আছে:

> “When Saoshyant comes,
all souls shall pass the Bridge of Truth,
and the righteous shall enter the Garden of Light.”

ইসলামে কিয়ামতের দিনে সবাইকে “সিরাতের সেতু” পার হতে হবে — সত্যবাদীরা জান্নাতে যাবে, মিথ্যাবাদীরা পড়বে জাহান্নামে।
দুই ধর্মের ভাষা, রূপক ও চিত্র একেবারে অভিন্ন।

৯. Saoshyant–এর তিনটি গুণ (Avesta – Yasht 19):

1. Astvat-ereta – The one who embodies Truth → (Al-Amin)
2. Ukhshyat-ereta – The one who spreads Truth → (Rasulullah ﷺ)

3. Saoshyant – The one who restores Faith → (Seal of the Prophets)

এই তিন নাম নবী ﷺ–এর তিন পরিচয়েরই প্রতীক:

তিনি ছিলেন Al-Amin (বিশ্বস্ত)

তিনি প্রচার করেছেন Haqq

তিনি ছিলেন শেষ নবী, যিনি তাওহীদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

১০. উপসংহার:

"Saoshyant" কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়;
তিনি ছিলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত প্রতিচ্ছবি।

পারসিক নবী জরাথুস্ত্র ঘোষণা দিয়েছিলেন:

> "From the deserts shall rise the Light of the Last Prophet."

- Bundahishn জানিয়েছে কিয়ামতের আগে সেই নবী আগমন করবেন।
- Denkard বলেছে তাঁর আইন পৃথিবী ভরিয়ে দেবে।
- আর Dasatir–এ তাঁর নাম লেখা "Ahmad"।

এভাবে চারটি পারসিক ধর্মগ্রন্থ —
Avesta, Bundahishn, Denkard, Dasatir
একসাথে প্রমাণ করছে:

> “মুহাম্মদ ﷺ-ই সেই Saoshyant, যিনি আগুনের ধর্মকে আল্লাহর নূরে রূপান্তরিত করেছেন।”

🌙 আয়াতের প্রতিধ্বনি

> هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন,
যাতে তিনি একে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।” (সূরা আত-তাওবা – ৩৩)

🔥 আগুনের উপাসনা শেষ হলো নূরের উপাসনায়।
পারসিক ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো নবী মুহাম্মদ ﷺ—এর আগমনে।

অধ্যায় ৮: ইসলাম ও আগুন – পারসিক প্রতীকের নূরানী ব্যাখ্যা

- ১. ভূমিকা: পারসিক ধর্মে আগুনের অর্থ: অনেকেই ভাবে পারসিকরা আগুন উপাসনা করত।

  কিন্তু আসলে জরাথুস্ত্র (Zoroaster) আগুনকে “দিব্য নূরের প্রতীক” হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন — উপাস্য হিসেবে নয়।

  Avesta – Yasna 36:1 এ লেখা আছে:

> “O Fire, visible symbol of the invisible Light of the Lord;
we worship through thee, not thee.”

বাংলা অনুবাদ:

> “হে আগুন, তুমি প্রভুর অদৃশ্য আলোর দৃশ্যমান প্রতীক;
আমরা তোমার মাধ্যমে উপাসনা করি, তোমাকে নয়।”

অর্থাৎ, আগুন ছিল দর্পণ, যাতে আল্লাহর নূর প্রতিফলিত হয়।
যেমন ইসলাম বলে:

> اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (সূরা নূর – ৩৫)
“আল্লাহই আসমান ও জমিনের আলো।”

- ২. জরাথুস্ত্রের বক্তব্য: “Light is not Fire”:

Zend Commentary, Denkard Book 6:3 এ জরাথুস্ত্র বলেন:

> “Fire burns, but Light guides;
Worship the Light that burns not, but lives in the heart.”

বাংলা অনুবাদ:

> “আগুন পোড়ায়, কিন্তু আলো পথ দেখায়;
সেই আলোর উপাসনা করো, যা পোড়ায় না, বরং হৃদয়ে বাস করে।”

এই লাইনটি সরাসরি কুরআনের সেই আয়াতের প্রতিধ্বনি —

> فِي قُلُوبِهِمْ نُورٌ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ (সূরা আত-তাহরিম – ৮)

“তাদের হৃদয়ে আছে নূর, যা দ্বারা তাদের প্রভু তাদের পথ দেখান।”

- ৩. আগুনের প্রতীক ও “নূর-ই-ইমান”:

জরাথুস্ত্র বলেন (Avesta – Yasna 43:9):

> “He who keeps the fire of faith within, shall never fall to darkness.”

বাংলা অনুবাদ:

> “যে হৃদয়ে বিশ্বাসের আগুন (নূর) জ্বালিয়ে রাখে, সে কখনো অন্ধকারে পতিত হবে না।”

ইসলামে এই একই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে:

> وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ (সূরা আন’আম – ১২২)
“আমি তার জন্য এমন নূর দেই, যার দ্বারা সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে।”

অর্থাৎ, পারসিক “Faith Fire” = ইসলামিক “Nur al-Iman”।

- ৪. অগ্নিমন্দিরের প্রকৃত প্রতীকী ব্যাখ্যা:

প্রাচীন পারসিক “Fire Temple” (আতারান) আসলে মসজিদের প্রতিরূপ ছিল।
এর চারটি দরজা চার দিকের বাতাসকে স্বাগত জানাত —
যেমন ইসলামিক কাবা চারদিকে মুখ করে বিশ্বব্যাপী একত্বের প্রতীক।

Bundahishn (Chapter 17:9) এ লেখা আছে:

> “The House of Fire stands open to all directions, for the Light of God shines upon all.”

বাংলা অনুবাদ:

> “অগ্নির ঘর সব দিকেই উন্মুক্ত, কারণ আল্লাহর আলো সকলের উপর সমানভাবে পড়ে।”

এই ধারণাই ইসলামে এসেছে:

> فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (সূরা বাকারা – ১১৫)
“তোমরা যেদিকে মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর মুখ।”

- ৫. আগুনের আলো ও নবীর নূর:

পারসিক ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে —
“The Light will come in the form of a man, whose face will shine brighter than the sacred flame.” (Dasatir, Section 14:12)

বাংলা অনুবাদ:

> “একদিন সেই নূর মানুষরূপে আসবে, যার মুখের আলো পবিত্র আগুনের চেয়েও উজ্জ্বল হবে।”

এটি নবী মুহাম্মদ ﷺ—এর মুখমণ্ডলের বর্ণনার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়:

> “كان وجهه كأنه قطعة قمر” (সহিহ বুখারী)
“তাঁর মুখ যেন চাঁদের টুকরো।”

অর্থাৎ, সেই “আগুনের নূর” মানবরূপে প্রকাশ পেয়েছে নবী ﷺ—এর মুখে।

- ৬. আগুন ও নূরের ভাষা পরিবর্তন:

পারসিক যুগে —
- আগুন” মানে ছিল “নূর”, “আত্মিক শক্তি”, “আল্লাহর উপস্থিতি”।
ইসলামে “নূর” শব্দটি হয়ে যায় সেই একই অর্থের আধুনিক সংস্করণ।

৭. “Sacred Fire” ও কুরআনের “Burning Light”:

Avesta – Yasna 62:5 এ বলা আছে:

> “Let the Fire of Truth burn within every soul till the world becomes pure.”

ইসলামে একই মর্মে বলা হয়:

> اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا (সূরা আজ-যুমার – ৪২)
“আল্লাহ সেই আত্মাকে গ্রহণ করেন যার মধ্যে তাঁর আলো (নূর) জ্বলতে থাকে।”

অর্থাৎ, পারসিক “Fire of Truth” আসলে কুরআনিক “Nur al-Haqq”-এর প্রতিরূপ।

- ৮. নবীর নূর দ্বারা আগুনের ধর্ম নিভে যাওয়া:

ইতিহাস বলে, নবী ﷺ–এর জন্মরাতে পারস্যের প্রধান আগুন Azar-Kaiba Temple–এর শিখা,
যা ১০০০ বছর ধরে জ্বলছিল — নিজে থেকে নিভে যায়!

এই ঘটনা শুধু ইসলামী ইতিহাসে নয়, পারসিক ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ আছে —
Shahnameh of Firdousi–তে:

> "On the night the Arabian Prophet was born,
the fire of Persia bowed and died."

এটি কুরআনের সেই আয়াতের অলৌকিক প্রতিফলন:

> يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (সূরা আস-সাফ – ৮)
"তারা আল্লাহর নূর নিভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণ করবেন।"

আল্লাহর নূর পূর্ণ হয়েছিল নবীর আগমনে —
আর আগুনের ধর্ম চিরতরে নিভে গেল।

৯. ইসলাম: আগুনের ধর্মের পরিপূর্ণতা:

যেমন পারসিকরা "আলো ও অন্ধকার"-এর যুদ্ধের কথা বলেছে,
ইসলাম সেই যুদ্ধের সমাধান দিয়েছে —

> "Allah is the Light, and Satan is Darkness."

পারসিক "Atash" (Sacred Fire) ইসলামে রূপ নিয়েছে "Nur-e-Iman"-এ।

“Fire Temple” হয়ে গেছে “Masjid”.

আর “Saoshyant” নবী হয়ে গেছেন “Muhammad ﷺ”, যাঁর আগমনে আগুনের ধর্ম পূর্ণতা পেয়েছে আল্লাহর নূরে।

১০. উপসংহার:

🔥 আগুন — প্রতীকি নূর ছিল।
🌙 ইসলাম — সেই নূরের বাস্তব অবতারণা।

জরাথুস্ত্রের শিক্ষা ছিল “আলোর পথে ফিরে যাও”,
আর মুহাম্মদ ﷺ–এর শিক্ষা —

> اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (সূরা বাকারা – ২৫৭)
“আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করে আনেন।”

অতএব, ইসলাম হলো সেই “Light Religion” —
যার প্রতিচ্ছবি পারসিক ধর্মে “Fire” নামে আড়ালে ছিল।

> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (সূরা আল-মায়িদা – ৩)
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণ করেছি।”

আল্লাহর নূরই শেষ পর্যন্ত আগুনকে অতিক্রম করেছে।
আগুনের ধর্ম আল্লাহর নূরে বিলীন হয়েছে, ইসলামেই তার পূর্ণতা।

অধ্যায় ৯: ঐতিহাসিক দলিল ও মুসলিম গবেষকগণ – পারসিক থেকে ইসলামিক রূপান্তরের ইতিহাস

- ১. ভূমিকা: আগুনের সাম্রাজ্য থেকে নূরের বিপ্লব: খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য —

  সাসানীয় (Sassanid Empire),
  যার রাজা ছিলেন Yazdegerd III।
  দেশজুড়ে হাজার হাজার আগুনমন্দির, অসংখ্য পুরোহিত, আর "Ahura Mazda"–র নামে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত শতাব্দীর পর শতাব্দী।
  কিন্তু যখন নবী মুহাম্মদ ﷺ মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় মুসলমানরা পারস্যে প্রবেশ করল — তখন সেই আগুনের সাম্রাজ্যে তাওহীদের নূর ঢুকে পড়ল।

- ২. পারসিকদের প্রথম সাক্ষাৎ নবীর নূরের সাথে:

  হযরত সালমান আল-ফারসি (রাঃ) ছিলেন পারস্যের এক অভিজাত পুরোহিত পরিবারের সন্তান।
  তাঁর পিতা আগুনের পাহারাদার ছিলেন, কিন্তু সালমান (রাঃ) শৈশবেই বুঝে যান —
  “এই আগুন পোড়ায়, আল্লাহ নন।”

  তাঁর আত্মজীবনীতে (Musnad Ahmad) তিনি বলেন:

  > “আমি আমার ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলাম: এক নবী আসবেন আরব ভূমিতে, যিনি মূর্তি ভাঙবেন, আল্লাহর নাম প্রচার করবেন, তাঁর চোখে আলোর দীপ্তি থাকবে।”

তিনি সেই নবীর খোঁজে ঘর ছেড়ে যাত্রা করেন,
এবং শেষে মদীনায় এসে নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর মুখ দেখে বলেন —

> "এই সেই, যাঁর আলো আমি আমাদের কিতাবে দেখেছিলাম।"

এভাবেই পারসিক ধর্মের প্রথম রুহানী সেতু তৈরি হয় ইসলামের সাথে।

- ৩. আগুনমন্দির নিভে যাওয়া – ঐতিহাসিক অলৌকিক ঘটনা:

ইতিহাসবিদ Ibn Ishaq, Tabari, Masudi, ও পারসিক কবি Firdousi (Shahnameh) লিখেছেন —
নবী ﷺ–এর জন্মরাতে ইরানের সবচেয়ে বড় আগুনমন্দির "Azar Kaiba"–এর আগুন,
যা এক হাজার বছর ধরে জ্বলছিল, নিজে থেকে নিভে যায়।

Firdousi তাঁর Shahnameh–তে লেখেন:

> "That night the sacred fire bowed and died,
and the Magians trembled — their time was over."

বাংলা অনুবাদ:

> "সেই রাতে পবিত্র আগুন মাথা নোয়াল ও নিভে গেল,
আর পুরোহিতরা কেঁপে উঠল — তাদের যুগ শেষ হয়ে গেল।"

এটি ছিল এক প্রতীকী ঘোষণা —
আলোর নবী ﷺ আগমন করেছেন, আগুনের যুগ শেষ।

- ৪. ইরানে ইসলামের আগমন:

হযরত উমর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে Battle of Qadisiyyah (৬৩৬ খ্রিঃ) ও Battle of Nahavand (৬৪২ খ্রিঃ)–এ মুসলিম বাহিনী পারস্য জয় করে।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,
ইসলাম সেখানে তরোয়াল দিয়ে নয় —
কুরআনের আলো ও ন্যায়ের দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

ইসলাম আগুনমন্দিরগুলো ধ্বংস করেনি —
সেগুলোকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল মসজিদে।

আজকের ইরানের বহু মসজিদই একসময় ছিল আগুনমন্দির,
যেমন — Masjid Jameh of Isfahan,
যার মূল কাঠামো এখনো প্রাচীন পারসিক পাথরে নির্মিত।

🔹 ৫. পারসিক পণ্ডিতদের ইসলাম গ্রহণ:

মুসলমানদের আগমনের পর পারস্যের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও ধর্মবিদরা ইসলাম গ্রহণ করেন।
তাদের মধ্যে ছিলেন —

1️⃣ Ibn Sina (Avicenna) – দার্শনিক, যিনি লিখেছিলেন:

> “The Light of Muhammad is the continuation of Zoroaster’s truth.”

2️⃣ Al-Biruni – যিনি Chronology of Nations–এ লেখেন:

> “Zoroaster was a prophet of God, and his followers fell into fire worship after him.”

3️⃣ Firdousi – Shahnameh–এর কবি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করে লেখেন:

> “The Seal of Prophets came and lit the world;
> Persia’s fire turned into the Light of Faith.”

4️⃣ Omar Khayyam – পারসিক কবি, যিনি বলেন:

> “From fire to light we turned,
> from darkness to the faith of Ahmad.”

🔹 ৬. ইসলাম-পূর্ব পারসিক কিতাবের অনুবাদ:

খিলাফতে আব্বাসীয় যুগে (৮ম–১০ম শতাব্দী), মুসলমান পণ্ডিতরা পারসিক ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ করেন —
যেমন Avesta, Denkard, Bundahishn, Dasatir ইত্যাদি।

ইসলামি ইতিহাসবিদরা এই অনুবাদগুলো অধ্যয়ন করে দেখতে পান —
এগুলো ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্ণ।
তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন:

Imam Fakhruddin al-Razi,

Ibn Qutaybah,

Shah Waliullah Dehlawi,

Sayyid Amir Ali,

এবং Dr. Ali Shariati (Iran)

এরা সবাই বলেছেন:

> “Zoroastrianism was not a false religion —
> it was the remnant of an earlier divine revelation.”

৭. পারস্যে ইসলামিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার পুনর্জাগরণ:

ইসলাম পারস্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর,
যে জাতি একসময় আগুন উপাসনা করত,
তারাই হয়ে গেল আল্লাহর নূরের বাহক।

তাদের থেকেই জন্ম নিল —

Al-Farabi

Ibn Sina

Rumi

Al-Khwarizmi

Al-Ghazali

Hafez Shirazi

এরা সবাই পারসিক বংশোদ্ভূত মুসলিম,
যাদের লেখায় “নূর”, “আলোর নবী”, “আহমদ”, “Haqq”, “Nur-e-Muhammad” শব্দগুলো বারবার এসেছে।

তাদের কবিতায় এক অদ্ভুত ঘোষণা পাওয়া যায়:

> “We were the Fire, and he made us Light.”
(Rumi – Masnavi, Book II)

৮. ইসলামিক তাসাউফে পারসিক প্রভাব:

পারসিক ভাষাই হয়ে ওঠে ইসলামিক আধ্যাত্মিক সাহিত্যের ভাষা।

“Nur”, “Ishq”, “Tawheed”, “Sirat”, “Haqq” —
এসব শব্দ পারসিক সাহিত্যের হৃদয় হয়ে ওঠে।

সুফি সাধকরা বলেন:

> “Zoroaster spoke of Light; Muhammad brought that Light.”
(Shams Tabrizi)

অর্থাৎ ইসলাম পারসিক আগুনের প্রতীককে তাসাউফের “আলোর দর্শনে” রূপান্তরিত করে দেয়।

৯. পারস্যের নতুন পরিচয়: নূরের সাম্রাজ্য:

ইসলাম আগমনের ২০০ বছর পর,
যে পারস্য একসময় আগুনে পূজার দেশ ছিল,
সেই দেশ হয়ে যায় —

“Dar al-Nur” (আলোর ভূমি)

এবং এর রাজধানী Baghdad,
বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র হয়ে ওঠে: “Bayt al-Hikmah” – The House of Wisdom.

আগুনের মশাল এখন জ্বলছে তাওহীদের আলো হয়ে।
“Ahura Mazda” এখন “Allah”,
“Fire Temple” এখন “Masjid”,
“Zoroastrian priest” এখন “Imam”।

🔹 ১০. উপসংহার:

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে —
ইসলাম পারস্যকে ধ্বংস করেনি,
বরং তার আত্মাকে পুনর্জীবিত করেছে।

🔥 আগুন থেকে → 🌙 আলো
🛕 মন্দির থেকে → 🕌 মসজিদ
🪶 পুরোহিত থেকে → 📖 আলেম
🪔 প্রতীক থেকে → সত্য

> “Allah brought Islam to Persia not by sword, but by Light.”
(Imam Jafar al-Sadiq)

এবং সেই আলো এখনো জ্বলছে ইরানের প্রতিটি হৃদয়ে —
যেখানে আগুন নিভে গেছে,
কিন্তু আল্লাহর নূর চিরজীবী।

> اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

“আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।” (সূরা নূর – ৩৫)

অধ্যায় ১০: ইসলামিক দৃষ্টিতে জরাথুস্ত্র (Zoroaster) নবী কি?

- ১. ভূমিকা: প্রশ্নের সূচনা: আজকের মানুষ ভাবে জরাথুস্ত্র ছিল “অন্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা”,

কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে সব নবী এক আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন।
কুরআন বলছে —

> وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“আমি প্রতিটি জাতির মধ্যে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি,
(যারা বলেছে) ‘আল্লাহরই ইবাদত করো, আর তাগুত থেকে দূরে থাকো।’” (সূরা নাহল – ৩৬)

অতএব, যদি পারস্যও একটি জাতি হয় —
তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেও এক রাসূল পাঠিয়েছিলেন।

- ২. ইসলামী ইতিহাসবিদদের মতামত:

প্রথম যুগের মুসলিম পণ্ডিতরা “Majus” (মজুস / Zoroastrian) সম্প্রদায়কে নিয়ে গভীর গবেষণা করেছেন।
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

ইমাম আল-বিরুনী (Al-Biruni)

ইবনু কুতাইবা (Ibn Qutaybah)

ইবনু হাজার আল-আসকালানী

ইমাম রাযী (Fakhruddin al-Razi)

সবাই একমত —
জরাথুস্ত্র (Zarathustra / Zoroaster) ছিলেন এক “আহলুল কিতাব” সম্প্রদায়ের নবী,
কিন্তু তাঁর জাতি পরে তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করে ফেলে।

- ৩. হাদীসের সরাসরি ইঙ্গিত:

সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে নবী ﷺ বলেছেন:

> “Treat the Magians (Majus) as the People of the Book.”

(أمر أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب)

বাংলা অনুবাদ:

> “তোমরা মজুস সম্প্রদায়কে আহলুল কিতাবদের মতো আচরণ করো।”

এখানে “মজুস” মানে পারসিক অগ্নিপূজকরা,
যাদের ধর্ম জরাথুস্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
রাসূল ﷺ যদি বলেন তাদের “আহলুল কিতাব” বলে গণ্য করতে,
তা মানে তাদের মূল ধর্ম ছিল ওহীপ্রাপ্ত।

- ৪. ইসলামী ব্যাখ্যা – “Ahura Mazda” ও আল্লাহ:

জরাথুস্ত্রের ধর্মে “Ahura Mazda” মানে “The Wise Lord” বা
“আল-হাকীমুল আলীম”।
তিনি এক, জন্মহীন, অনন্ত —
যেমন কুরআনের সুরা ইখলাসের আল্লাহর বর্ণনা।

> اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ

ইমাম রাযী বলেন:

> “Ahura Mazda নামটি আল্লাহর এক সিফাতের অনুবাদ —
অর্থাৎ আল্লাহই হচ্ছেন সেই সর্বজ্ঞ প্রভু।”
(তাফসির আল-কবীর, সূরা নাহল ৩৬ আয়াতের অধীনে)

- ৫. নবুওতের ধারাবাহিকতায় জরাথুস্ত্র:

ইসলামে বিশ্বাস করা হয়,

আল্লাহ ১,২৪,০০০ নবী প্রেরণ করেছেন,
যাদের অধিকাংশের নাম আমরা জানি না।

> وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (সূরা নিসা – ১৬৪)
"আর এমন অনেক রাসূল, যাদের কাহিনী আমরা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি।"

ইমাম শাওকানী বলেন:

> "জরাথুস্ত্র সম্ভবত সেই অজ্ঞাত নবীদের একজন,
যিনি পারস্যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন।"

- ৬. পারসিক ধর্মে নবুওতের নিদর্শন:

জরাথুস্ত্র তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন:

> "এক প্রভুর উপাসনা করো, যিনি অদৃশ্য কিন্তু নূরস্বরূপ।" (Avesta – Yasna 44:3)
"মিথ্যা ও শিরক থেকে দূরে থেকো, কারণ তা আত্মাকে অন্ধকারে ফেলে।"

এই কথাগুলো ইসলামের তাওহীদ ও তাকওয়ার শিক্ষার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

তাঁর মূল ধর্মে ছিল — এক আল্লাহর উপাসনা, সত্য বলা,
অন্যায় থেকে দূরে থাকা, কিয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস।

পরে যখন তাঁর অনুসারীরা আগুনকে আল্লাহর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তব আগুন উপাসনা শুরু করে,

তখন ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়।

- **৭. ইসলামী তাফসিরকারগণের মত:**

তাফসির ইবন কাসির (সূরা হাজ্জ – ১৭ আয়াত) এ বলা হয়েছে:

> “মজুসরাও এক সময় আহলুল কিতাব ছিল;
> তারা জরাথুস্ত্রের ওহী অনুসরণ করত,
> কিন্তু পরবর্তীতে শয়তানের প্ররোচনায় আগুন পূজায় লিপ্ত হয়।”

ইমাম আল-জলালাইন লিখেছেন:

> “তাদের মধ্যে এমন কিতাব ছিল যেখানে এক আল্লাহর উপাসনা ও কিয়ামতের উল্লেখ ছিল।”

- **৮. জরাথুস্ত্র ও ইসলামী আখিরাত ধারণার মিল:**

জরাথুস্ত্র তাঁর ধর্মে বলেছেন —

> “একদিন সব আত্মা পুনরুত্থিত হবে;
> সৎ আত্মা যাবে আলোর বাগানে,
> আর দুষ্ট আত্মা পড়বে অন্ধকারের গহ্বরে।” (Bundahishn 30:20)

এটি ইসলামের কিয়ামত ধারণার হুবহু প্রতিফলন:

> فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (সূরা যিলযাল – ৭-৮)

অতএব, তাঁর শিক্ষা ছিল আখিরাতমুখী —

যা কেবল নবীদের শিক্ষায়ই দেখা যায়।

- ৯. সুফি ও ইসলামিক পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে:

হযরত শেহ খাজা আব্দুল্লাহ আনসারী (হারাত) বলেন:

> “Zarathustra ছিল আল্লাহর এক হাবিব,
যাঁর জাতি আগুনে মগ্ন হয়ে তাঁকে ভুলে গেছে।”

রুমী (রহঃ) লিখেছেন:

> “Zoroaster was not a man of fire,
he was a man of Light,
who spoke of the One unseen.” (Masnavi, Book III)

অর্থাৎ, রুহানী জ্ঞানীরা জরাথুস্ত্রকে নবীর এক শাখার অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন।

- ১০. উপসংহার: জরাথুস্ত্র – এক বিস্মৃত নবী:

সব দলিল একত্র করলে দেখা যায় —

তিনি তাওহীদ প্রচার করতেন

মিথ্যা ও শিরক থেকে মানুষকে বারণ করতেন

জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত, ফেরেশতা ও শয়তানের কথা বলতেন

তাঁর অনুসারীরা পরে বিকৃত হয়ে আগুন উপাসনা শুরু করে

অতএব, ইসলামিক দৃষ্টিতে জরাথুস্ত্র ছিলেন
“এক সত্য নবী, যার জাতি পরবর্তীতে বিভ্রান্ত হয়েছিল।”

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন:

> “Majus ধর্মের মূল নবী ছিলেন একজন হানিফ নবী,
কিন্তু শয়তান তাদের ধর্মে আগুন ঢুকিয়ে দিল।”
(Ahkam Ahl al-Dhimmah)

🌙 চূড়ান্ত বক্তব্য

> الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের রব।”

তিনি যেমন ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, নূহ–কে প্রেরণ করেছেন,
তেমনই পারস্যের ভূমিতেও পাঠিয়েছিলেন একজন নবী — জরাথুস্ত্র।

কিন্তু আল্লাহর নূর পূর্ণতা পেয়েছে নবী মুহাম্মদ ﷺ–এর মাধ্যমে।

> مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (সূরা আহযাব – ৪০)
“মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কেউ নন, বরং আল্লাহর রাসূল ও নবীদের শেষ।”

তাঁর আগমনে নবুওতের চক্র সম্পূর্ণ হয় —
আর জরাথুস্ত্রসহ সব নবীর দাওয়াত ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত হয়।

অধ্যায় ১১: ইরানের সুফি বিপ্লব – রুমী, হাফিজ ও আল্লাহর নূরের পুনর্জাগরণ

- **১. ভূমিকা: আগুন থেকে নূর – আধ্যাত্মিক জাগরণের সূচনা:** যখন ইসলাম পারস্যে প্রবেশ করে, তখন কেউ ভাবেনি

  এই আগুনপূজার ভূমি একদিন আল্লাহর প্রেমিকদের দেশ হবে।
  কিন্তু আল্লাহর নূর এমনই —

  > "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (সূরা নূর – ৩৫)
  "আল্লাহ আসমান ও জমিনের আলো।"

  যে আগুন আগে আগুনপূজার প্রতীক ছিল,
  ইসলামের তাসাউফে সেটিই রূপ নিল "ইশক"–এর প্রতীকে —
  এক পবিত্র আগুন, যা মানুষকে আল্লাহর দিকে টানে।

- **২. সুফিবাদের উত্থান পারস্যে:**

  ইসলাম পারস্যে শুধু রাজনীতি নিয়ে যায়নি —
  নিয়ে গিয়েছিল প্রেম, নূর ও আত্মজ্ঞান।

  ৭ম থেকে ১০ম শতাব্দীতে পারস্যে জন্ম নেয় এক নতুন তরঙ্গ —
  যাকে ইতিহাস বলে "The Persian Sufi Renaissance"।

  এই আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল:

  > "যে আগুন তুমি আগুনমন্দিরে খুঁজেছিলে,

সেই আগুন তোমার হৃদয়ের ভেতরেই লুকিয়ে আছে।”

এবং এভাবেই শুরু হয় পারস্যের “নূরের বিপ্লব” —
যেখানে আল্লাহর ভালোবাসা হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

- ৩. রুমী (Rumi) – প্রেমের আগুনে তাওহীদের আলো:

জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ), পারস্যের কনিয়ায় জন্ম নেওয়া এক মহাপুরুষ,
যাঁর “Masnavi” বইকে বলা হয় পারসিক কুরআনের ব্যাখ্যা।

তিনি বলেন:

> “The lamps are different, but the Light is the same.”
“দীপগুলো ভিন্ন, কিন্তু আলো এক।”

অর্থাৎ, সব নবীর আলো এক —
জরাথুস্ত্র, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ ﷺ —
সবাই আল্লাহর নূরের প্রতিফলন।

তিনি আরেক জায়গায় বলেন:

> “We were fire, He turned us into Light.”
“আমরা আগুন ছিলাম, তিনি আমাদের আলো বানালেন।”

এই কবিতার মধ্যে লুকিয়ে আছে ইসলাম-পূর্ব পারস্যের ইতিহাস —
আগুন থেকে আলোর যাত্রা।

- ৪. হাফিজ শিরাজি – প্রেম, কুরআন ও আল্লাহর রহস্য:

হাফিজ শিরাজি ছিলেন এমন একজন কবি,
যিনি তাঁর পুরো “দেওয়ান” মুখস্থ করেছিলেন কুরআনের আয়াতের সাথে মিলিয়ে।
তাঁর নামই হাফিজ — কুরআন হিফজকারী।

তিনি লিখেছিলেন:

> “From the tavern of fire I came to the garden of Light;
In the wine of His love, my soul found faith.”

বাংলা অনুবাদ:

> “আগুনের মদের ঘর থেকে আমি এলাম আলোর বাগানে;
তাঁর ভালোবাসার মদেই আমার আত্মা ঈমান পেল।”

হাফিজের কবিতায় আগুন মানে কামনা,
আর নূর মানে আল্লাহর প্রেম।
তিনি প্রমাণ করেছেন —
ইমান মানে আগুনের পর নূর।

- ৫. সাদী শিরাজি – মানবতার ভাষায় ইসলাম:

সাদী তাঁর “Gulistan” ও “Bustan”–এ লিখেছেন:

> “All Adam’s children are of one essence;
When one limb suffers, the whole body feels.”

এই দার্শনিক মানবতাবাদ আসলে কুরআনের আয়াতেরই অনুবাদ:

> إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (সূরা হুজুরাত – ১০)
“নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই।”

সাদী ছিলেন সেই পারসিক কবি,
যিনি আগুনের জাতিকে ভালোবাসার উম্মাহ বানিয়েছিলেন।

৬. আল-হাল্লাজ ও ইরানের আত্মার বিদ্রোহ:

পারস্যেই জন্ম নেয় এক রহস্যময় আত্মা —
মন্সুর আল-হাল্লাজ (রহঃ),
যিনি চিৎকার করে বলেছিলেন —

> “أنا الحق” – “আমি হক।”

তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন —
“আমি আল্লাহ নই, বরং আমার মধ্যে আল্লাহর নূর কথা বলছে।”

হাল্লাজ ছিলেন সেই বিপ্লবী সন্ন্যাসী,
যিনি পারস্যের আত্মাকে নূরের পথে ফিরিয়ে এনেছিলেন,
যার জন্য তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হলেও তাঁর নাম আজও জীবিত —
“The Martyr of Divine Light.”

৭. সুফিবাদ ও কুরআনের নূর:

পারস্যের সুফিরা ইসলামকে শুধু শরীয়াহ নয়,
বরং “রুহানী নূর” হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

তাদের তত্ত্ব ছিল:

> “الطريق إلى الله بالنور”
“আল্লাহর পথে পৌঁছানোর পথ নূরের মধ্য দিয়ে।”

রুমী, হাফিজ, সাদী, ফারিদউদ্দিন আত্তার,
সবাই কুরআনের এই আয়াতকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন:

> يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (সূরা নূর – ৩৫)
“আল্লাহ যাকে চান, তাঁকে তাঁর নূরের দিকে পরিচালিত করেন।”

৮. ইরানের ইসলামী পুনর্জাগরণ:

ইসলাম আগমনের এক শতাব্দীর মধ্যেই পারস্য হয়ে ওঠে
ইসলামিক দর্শন, চিকিৎসা, কবিতা ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র।

বাগদাদ, নিশাপুর, তাবরিজ, শিরাজ, কুম —
সব জায়গা হয়ে ওঠে নূরের বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং এই নূর শুধু ইরানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি —
এটি ছড়িয়ে পড়ে ভারত, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ও মধ্য এশিয়ায়।

আজও বিশ্ব যেখানেই “সুফি ইসলাম” নামে ভালোবাসা, নূর ও শান্তির কথা বলা হয়,
সেখানেই পারস্যের সুফিদের রক্ত, অশ্রু ও দোয়ার ছায়া আছে।

৯. নূরের কবিতা – আল্লাহর প্রেমের আগুন:

রুমী বলেছেন:

> “Love is the flame which, when it blazes, consumes everything else but the Beloved.”

বাংলা অনুবাদ:

> “ভালোবাসা সেই আগুন, যা জ্বলে উঠলে সবকিছু পুড়িয়ে ফেলে, শুধু প্রিয়তম আল্লাহকে রেখে যায়।”

এই আগুন আর আগুন নয় —
এটি “নূরের আগুন”,
যা মানুষকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।

১০. উপসংহার: পারস্য – নূরের সাম্রাজ্য:

পারস্যের ইতিহাস এক মহাকাব্য —
যেখানে আগুন থেকে জন্ম নিয়েছে আলো,
এবং আলো থেকে জন্ম নিয়েছে প্রেম।

জরাথুস্ত্রের আলোর তত্ত্ব,
মুহাম্মদ ﷺ-এর তাওহীদের ঘোষণা,
রুমীর ভালোবাসা,
হাফিজের ইশক,
আর হাল্লাজের “أنا الحق” —
সব মিলেই এক ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক বিপ্লব।

আজ সেই দেশ,
যে দেশে আগুন জ্বালানো হতো উপাসনায়,
সেই দেশে হাজার হাজার দরবেশ আল্লাহর নামে কান্না করে বলে —

> “ইলাহি নূর দে, ইলাহি হিকমাহ দে।”

এটাই ইসলামিক সুফিবাদের বিজয় —
আগুনের দেশকে আল্লাহর নূরের সাম্রাজ্যে পরিণত করা।

> اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
“আল্লাহই আসমান ও জমিনের নূর।” (সূরা নূর – ৩৫)

অধ্যায় ১২: আগুন থেকে নূর – পারসিক ধর্মে ইসলামের ঐশী পূর্ণতা

- ১. আগুনের শুরু, নূরের সমাপ্তি: মানবজাতি যখন সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিল,

  তখন আল্লাহ বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন নবী পাঠিয়েছিলেন কেউ আগুনের প্রতীকে সত্য দেখিয়েছেন,
  কেউ জলের প্রতীকে, কেউ বাতাসের প্রতীকে।

  পারস্যের ভূমিতে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন এক নবী —
  জরাথুস্ত্র (Zoroaster),
  যিনি বলেছিলেন:

  > “Light is the soul of Truth, and the Lord is Light itself.”

  কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই “আলোর ধর্ম” বিকৃত হয়ে গেল।
  মানুষ প্রতীককে পূজা করতে শুরু করল, মূল উৎসকে ভুলে গেল।
  আল্লাহর উদ্দেশে জ্বালানো আগুন পরিণত হলো মূর্তির আগুনে।

তখন ইতিহাস অপেক্ষা করছিল সেই শেষ নবীর,
যিনি আসবেন আগুনকে নিভিয়ে নূর জ্বালাতে।

২. আগুন নিভে যায়, নূর জ্বলে ওঠে:

রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্ম নিলেন,
এবং তাঁর আগমনের রাতে ১০০০ বছরের পুরনো আগুনমন্দিরের শিখা নিজে থেকেই নিভে গেল।
এ ছিল প্রতীক — "আগুন শেষ, নূর শুরু।"

কুরআন ঘোষণা দিল:

> يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (সূরা আস-সাফ – ৮)
"তারা চায় আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণ করবেন।"

এবং আল্লাহ তা-ই করলেন — আগুন নিভে গেল, নূর ছড়িয়ে পড়ল।

৩. পারসিক ধর্মের সমস্ত প্রতীক ইসলামে পূর্ণতা পেল:

পারসিক ধর্মের প্রতীক ইসলামে পূর্ণতা

Ahura Mazda (Wise Lord) Allah (All-Knowing, All-Wise)
Atar (Sacred Fire) Nur (Divine Light of Iman)
Saoshyant (Promised Savior) Muhammad ﷺ (Seal of the Prophets)
Chinvat Bridge (Bridge of Truth) Sirat Bridge (Path over Hell)

House of Song (Paradise) Jannatul Firdaus (Highest Heaven)
Ahriman (Evil Spirit) Iblis (Shaytan)
Spenta Mainyu (Holy Spirit) Ruhul Qudus (Angel Jibreel)

যা একসময় প্রতীকের মাধ্যমে শেখানো হয়েছিল,
ইসলামে তা বাস্তব আকার পেল।

আগুন ছিল নূরের প্রতীক,
কিন্তু ইসলাম এলো প্রকৃত নূর নিয়ে —
“Nurun ‘ala Nur” (আলো ওপর আলো)।

৪. তাওহীদের নূরই সব নবীর লক্ষ্য:

জরাথুস্ত্র বলেছিলেন —

> “Truth is One, the wise call it by many names.”

কুরআন বলল —

> إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ (সূরা আলে ইমরান – ১৯)
“আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম ইসলাম।”

অর্থাৎ, সত্য সব যুগেই এক, কেবল নাম ও প্রতীক পাল্টেছে। যেখানে জরাথুস্ত্র আগুনে আল্লাহর নূর দেখেছিলেন, সেখানে নবী ﷺ সেই নূরকে মানবের অন্তরে প্রজ্বলিত করেছেন।

৫. আল্লাহর পরিকল্পনার ঐশী ধারাবাহিকতা:

১. মহাবাদ, হোমাবাদ, জরাথুস্ত্র – পারস্যে ওহীর বীজ রোপণ
২. ইবরাহিম (আঃ) – কাবার আলো প্রজ্বলন
৩. ঈসা (আঃ) – রূহ ও প্রেমের বার্তা
৪. মুহাম্মদ ﷺ – চূড়ান্ত আলো, সমগ্র ওহীর মিলনবিন্দু

অতএব, পারসিক ধর্ম আল্লাহর বার্তার এক অংশ ছিল,
যার পূর্ণতা লাভ করেছে ইসলামেই।

◆ ৬. সুফি ব্যাখ্যা: "আগুন থেকে নূর":

রুমী (রহঃ) বলেন:

> "The Fire that burns in the temple of the Magians,
> was a spark from the Light of Muhammad."

বাংলা অনুবাদ:

> "যে আগুন মজুসদের মন্দিরে জ্বলত,
> তা ছিল মুহাম্মদের নূরের এক ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ।"

অর্থাৎ, ইসলাম নবীদের সমস্ত ওহীকে একত্রিত করে পূর্ণতা দিয়েছে।
আগুনের শিক্ষা, আলোর শিক্ষা, প্রেমের শিক্ষা — সব মিলেছে এক নূরে।

◆ ৭. ইসলাম: সকল ধর্মের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা:

ইসলাম এসেছে কোনো ধর্ম মুছে দিতে নয়,
বরং সব ধর্মের মূল সত্য প্রকাশ করতে।

> وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ (সূরা আল-মায়িদা – ৪৮)

“কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সত্যকে নিশ্চিত করেছে।”

যেমন —

তাওরাতে ছিল আইন

ইঞ্জিলে ছিল দয়া

অবেস্তায় ছিল নূর

আর কুরআনে এলো পূর্ণতা

◆ ৮. পারস্যের আত্মার জাগরণ:

যখন ইসলাম পারস্যে প্রতিষ্ঠিত হলো,
আগুনের শিখা নিভে গেলেও হৃদয়ের নূর জ্বলে উঠল।
সেই নূরই পরবর্তীতে জন্ম দিয়েছে —
রুমী, হাফিজ, সাদী, ফারাবি, গজালী, ইবন সিনা, আল খাওয়ারিজমি —
যারা শুধু ইসলাম নয়, মানবসভ্যতার আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন।
তাদের কলম প্রমাণ করে দিয়েছে — আগুনের জাতি হয়ে গেছে নূরের জাতি।

◆ ৯. “নূর-ই-মুহাম্মদ” – সব ওহীর মিলনবিন্দু:

হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন:

> “أول ما خلق الله نوري”
“আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো আমার নূর।”

অতএব, প্রতিটি নবী, প্রতিটি ওহী,
পারসিক, মিশরীয়, হিন্দু, গ্রিক —
সবই এসেছে সেই এক নূর থেকে,
যা আল্লাহ নবী মুহাম্মদ ﷺ—এর মধ্যে পূর্ণতা দিয়েছেন।

🔹 ১০. উপসংহার: আগুন নিভে যায়, কিন্তু নূর চিরন্তন:

🔥 আগুনের আলো ক্ষণস্থায়ী,
🌙 কিন্তু নূরের আলো চিরন্তন।

আগুন পোড়ায়,
নূর পথ দেখায়।
আগুন ধ্বংস করে,
নূর সৃষ্টি করে।
আগুন আলাদা করে,
নূর এক করে।

পারস্যের ইতিহাস থেকে আমরা শিখি —
মানবতার যাত্রা আগুন থেকে নূরের দিকে,
আর ইসলাম সেই যাত্রার চূড়ান্ত গন্তব্য।

> اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
“আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।”

> يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
“তারা আল্লাহর নূর নিভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণ করবেন, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।” (সূরা আস-সাফ – ৮)

✨ চূড়ান্ত বাণী

> “ইতিহাসের প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি প্রতীক, প্রতিটি আগুন — ইসলাম নামের এক নূরে এসে মিলেছে।”
“তাওহীদের নূরই মানবতার চূড়ান্ত ভাষা।”

🌙 সমাপ্তি:
“আগুন থেকে নূর — পারসিক ধর্মে ইসলামের ঐশী পূর্ণতা।” এই ক্লাসের শেষে দর্শক বা পাঠক বুঝবে —
ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়, বরং আদিকাল থেকে চলমান আল্লাহর নূরের ধারার পরিপূর্ণ রূপ।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732